রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
ঋণ আদায় বিভাগ-১
ফোন নং: ০২৫৮৮৮-৭৮৯২৮; ই-মেইল dgmlrd1@rakub.org.bd;
ওয়েবসাইট: www.rakub.org.bd

ঋআবি-১ পরিপত্র নং-০১/২০২২ তারিখ : ১৪.০৮.২০২২

বিষয় : সুদ মওকুফ নীতিমালা।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সরকারি মালিকানাধীন একটি কৃষিভিত্তিক বিশেষায়িত ব্যাংক। শস্য উৎপাদনসহ কৃষিভিত্তিক সকল ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প-প্রকল্প স্থাপন এবং কৃষিভিত্তিক সকল ধরণের বৈধ কার্মকান্ডে অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় এ ব্যাংকটি সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ করছে। বহুবিধ কারণে গ্রাহক/উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণের শতভাগ অর্থ যথাসময়ে আদায় করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ঋণের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খেলাপী ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। এতদপ্রেক্ষিতে প্রভিশনজনিত ক্ষতির পাশাপাশি নন-পারফর্মিং এসেট ব্যাংকের কাঙ্খিত মুনাফা অর্জনে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক/উদ্যোক্তা যারা গ্রহণযোগ্য কারণে সুদসহ ঋণের অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা হারিয়েছেন এমন ঋণগ্রহিতাদের ঋণের সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার/সার্কুলার লেটার/পত্র মারফত নির্দেশনা জারী করা হয়েছে (সংযোজনী-১)। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার এবং নির্দেশনার আলোকে রাকাব-এ সর্বশেষ ১৪.১১.২০১৮ তারিখে ঋআবি-১ পরিপত্র নং-০৩/২০১৮ এবং ১০.০৪-২০১৯ তারিখে ঋআবি-১ পরিপত্র নং-০৪/২০১৯ জারী করা হয়। পরবতীতে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হতে ২১.০৪.২০২২ ইং তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ এবং ২৪.০৫.২০২২ ইং তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮ জারী করা হয়েছে।

০২। ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হতে ২১.০৪.২০২২ ইং তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ এবং ২৪.০৫.২০২২ ইং তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮ জারীর প্রেক্ষিতে রাকাব-এ কার্যকরী সুদ মওকুফ সংক্রান্ত ১৪.১১.২০১৮ তারিখে ঋআবি-১ পরিপত্র নং-০৩/২০১৮ এবং ১০.০৪-২০১৯ তারিখে ঋআবি-১ পরিপত্র নং-০৪/২০১৯ সংশোধনের প্রয়োজনীতা রয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত রাকাব পরিচালনা পর্ষদের ৫৫০তম সভায় এতদবিষয়ে একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক সুদ মওকুফ বিষয়ক নিম্নরূপ নীতিমালা সদয় অনুমোদন করা হয়েছেঃ

(১) সুদ মওকুফ আবেদনঃ
নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সুদ মওকুফের আবেদন করতে পারবেনঃ
- (ক) ঋণগ্রহীতা;
- (খ) ঋণ গ্রহীতার উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ (ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে);
- (গ) ঋণের জামিনদাতা/ জামিনদাতার উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ (জামিনদাতার মৃত্যু হলে); এবং
- (ঘ) বন্ধকদাতা/বন্ধকদাতার উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ (বন্ধকদাতার মৃত্যু হলে)।

(২) সুদ মওকুফ আবেদনের তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বার্ষিক হিসাব সমাপনী (জুন ভিত্তিক) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে।

(৩) ডাউন পেমেন্ট গ্রহণঃ
- (ক) ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতিরেকে কোন সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে না। তবে মূল ঋণের সমপরিমাণ অর্থ আদায় হয়ে থাকলে ডাউন পেমেন্ট আদায়ের প্রয়োজন হবে না। সুদ মওকুফ আবেদনের তারিখ হতে পূর্ববর্তী তিন মাস সময়ের মধ্যে আদায়কে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।
- (খ) সকল প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে অনারোপিত সুদ বাদে লেজার স্থিতির উপর নিম্নোক্ত হারে ডাউন পেমেন্ট আদায় করতে হবে:
  - (১) ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি অথবা মোট বকেয়ার ১০%;
  - (২) ১.০০ লক্ষ টাকার উর্ধে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি অথবা মোট বকেয়ার ৫%, ন্যূনতম ১০,০০০/- টাকা;
  - (৩) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধে ১.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি অথবা মোট বকেয়ার ২%, ন্যূনতম ২৫,০০০/- টাকা; এবং
  - (৪) ১.০০ কোটি টাকার উর্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি অথবা মোট বকেয়ার ১%, ন্যূনতম ২,০০,০০০/- টাকা।
- (গ) ডাউন পেমেন্ট বাবদ আদায়কৃত অর্থ কোন অবস্থাতেই ফেরত দেয়া যাবে না।

চলমান পাতা-০২

(৪) সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ঃ

(ক) মূল ঋণ (আসল) মওকুফ করা যাবে না।

(খ) মামলা খরচসহ অন্যান্য খরচ মওকুফ করা যাবে না।

(গ) জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণ এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতার ঋণ এর সুদ মওকুফ করা যাবে না।

(ঘ) ব্যাংকের আয় খাত বিকলন করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।

(ঙ) যে সকল ঋণের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণী (Financial Statements) প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে, সে সকল ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংক আবশ্যিকভাবে ঋণগ্রহীতার বিগত ৩(তিন) বছরের আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করবে। আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনায় বিবেচনাধীন সময়ের সামষ্টিক কর পরবর্তী নিট মুনাফা অথবা সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী Owners' Equity ইতিবাচক পরিলক্ষিত হলে সুদ মওকুফ করা যাবে না।

(চ) সুদ মওকুফ করা হলে ব্যাংকের নিজস্ব আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ প্রভাব পড়বে তা পর্যালোচনা করতে হবে। সে লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব মূলধন পর্যাপ্ততা, Profitability সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সূচক বিবেচনায় নিয়ে অধিক মাত্রায় Due Diligence প্রয়োগ করবে।

(৫) তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ঃ

(ক) সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় নিশ্চিত করতে হবে। তবে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় সংক্রান্ত শর্ত শিথিল করা যেতে পারেঃ

(১) ৩ (তিন) বছর যাবৎ বন্ধ রয়েছে এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে;

(২) ঋণের জামানত, সহজামানত, প্রকল্প সম্পত্তি এবং প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় হতেও তহবিল ব্যয় আদায় করা সম্ভবপর না হলে;

(৩) পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরও পাওনা আদায় করা না গেলে;

(৪) ঋণগ্রহীতার মৃত্যু অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, মড়ক, নদী ভাঙ্গন বা দুর্দশাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা যৌক্তিক কারণে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে।

(খ) তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায়ের শর্ত শিথিলের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের ৫ (ক) অনুচ্ছেদের ১ হতে ৪ পর্যন্ত উপরোলিখিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ হলে Cost of fund recovery শিথিলযোগ্য হবে। তবে তহবিল ব্যয় আদায়ের শর্ত শিথিল করার যৌক্তিকতা নিশ্চিতকরণে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নিরীক্ষা করত; হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যাড কমপ্লায়েন্স (এইচআইসিসি) এর মতামত গ্রহণ করতে হবে।

(গ) পরিমাণ নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) শিথিলপূর্বক মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) মওকুফ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে যে সময়ের/বছরের সুদ মওকুফ করা হবে সে সময়ের/বছরের ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) কষ্ট অব ফান্ড হিসাবায়নের ক্ষেত্রে,

(১) ঋণ বিতরণের তারিখ হতে SMA পর্যন্ত সাধারণ সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

(২) SS হতে প্রস্তাব প্রেরণ পর্যন্ত সময়কালের জন্য মূল ঋণের উপর যে সময়ের/বছরের সুদ মওকুফ করা হবে সে সময়ের/বছরের ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) প্রযোজ্য হবে।

(৩) কষ্ট অব ফান্ড সরল সুদ হারে নির্ণয় করতে হবে।

(৬) সুদ মওকুফ অনুমোদনঃ

(ক) ১০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে মূল ঋণ এবং মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে কষ্ট অব ফান্ড শিথিল সাপেক্ষে সুদ মওকুফ সুবিধা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করবে।

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের সুদ (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) মওকুফ অনুমোদন করবেন।

(গ) সুদ মওকুফের সুপারিশকারী, সর্বোচ্চ সীমা এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হবে নিম্নরূপঃ

চলমান পাতা-০৩

সুদ মওকুফের সুপারিশকারী, সর্বোচ্চ সীমা এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ			
ক্রমিক	সুদ মওকুফ কর্তৃপক্ষ	সুদ মওকুফের ক্ষমতা	সুপারিশকারী
(১)	ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশের আলোকে)	চা, কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সকল ধরণের মূল ঋণের সুদ মওকুফ করতে পারবেন।	স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি।
(২)	জোনাল ব্যবস্থাপক (জোনাল সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশের আলোকে)	চা, কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সকল ধরণের মূল ঋণের সুদ মওকুফ করতে পারবেন।	সংশ্লিষ্ট শাখা ও জোনাল কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি।
(৩)	বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশের আলোকে)	চা, কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সকল ধরণের মূল ঋণের সুদ মওকুফ করতে পারবেন।	সংশ্লিষ্ট শাখা, জোনাল কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি।
(৪)	পরিচালনা পর্ষদ (প্রধান কার্যালয়ের সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশের আলোকে)	১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে সকল ধরণের মূল ঋণের সুদ মওকুফ করতে পারবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা, জোনাল কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি।

(ঘ) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও জোনাল কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) সুদ মওকুফ অনুমোদন প্রাথমিক অনুমোদন হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে ইস্যুকৃত অনুমোদন পত্রে "সুদ মওকুফের এই অনুমোদন প্রাথমিক অনুমোদন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সুদ মওকুফ কার্যকর করা হবে" মর্মে উল্লেখ করতে হবে। প্রাথমিক অনুমোদনের পর "প্রস্তাবিত প্রাথমিক অনুমোদনে প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণে সম্মত রয়েছেন" মর্মে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণপূর্বক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের পর ঋণ আদায় বিভাগ-১ থেকে প্রেরিত চূড়ান্ত অনুমোদন পত্রের ভিত্তিতে সুদ মওকুফ সুবিধা কার্যকর করতে হবে। তবে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, জোনসমূহ ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের সুদ মওকুফের বিষয়টি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ আদায় বিভাগ-১ পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করবে।

(ঙ) মাঠ পর্যায় থেকে প্রেরিত সকল সুদ মওকুফ প্রস্তাবে শাখা (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ), জোনাল কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকতে হবে। এছাড়া সুদ মওকুফ প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক, জোনাল ব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকের সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকতে হবে।

(চ) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, জোনাল কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে কেবলমাত্র তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় সাপেক্ষে সুদ মওকুফ প্রস্তাবের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করা যাবে। তবে মূল ঋণ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধে ঋণ এবং মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) আদায় শিথিলপূর্বক সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৭) **অবলোপনকৃত ঋণের সুদ মওকুফঃ**

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হতে ২৪.০৫.২০২২ ইং তারিখে জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮ অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণের ক্ষেত্রেও একই নীতিমালা অনুসরণীয় হবে।

চলমান পাতা-০৪

(৮) **সুদ মওকুফ কমিটি:**

শাখা, জোনাল কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে একটি করে সুদ মওকুফ কমিটি থাকবে। সুদ মওকুফ কমিটির গঠনপ্রণালী হবে নিম্নরূপ:

(ক) প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি:

	১.	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সভাপতি
	২.	মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন মহাবিভাগ	সদস্য
	৩.	মহাব্যবস্থাপক, পরিচালন মহাবিভাগ	সদস্য
	৪.	মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষা, হিসাব ও আদায় মহাবিভাগ	সদস্য
	৫.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১	সদস্য
	৬.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১	সদস্য
	৭.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২	সদস্য
	৮.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ঋণ আদায় বিভাগ-২	সদস্য
	৯.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ঋণ আদায় বিভাগ-১	সদস্য সচিব
	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুপস্থিতিতে প্রধান কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম মহাব্যবস্থাপক সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।		

(খ) বিভাগীয় কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি:

	১.	বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক	সভাপতি
	২.	বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
	৩.	জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী/রংপুর	সদস্য
	৪.	বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা	সদস্য
	৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(গ) জোনাল সুদ মওকুফ কমিটি:

	১.	জোনাল ব্যবস্থাপক	সভাপতি
	২.	জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
	৩.	শাখা ব্যবস্থাপক (জেলা সদর শাখা)	সদস্য
	৪.	জোনাল কার্যালয়ের জোনাল ব্যবস্থাপকের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা	সদস্য
	৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(ঘ) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি:

	১.	ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী	সভাপতি
	২.	ঋণ আদায় বিভাগ-১ এর সমব্য/উমুক	সদস্য
	৩.	স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের ব্যবস্থাপকের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা	সদস্য
	৪.	২য় কর্মকর্তা	সদস্য
	৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(ঙ) শাখা সুদ মওকুফ কমিটি:

	১.	শাখা ব্যবস্থাপক	সভাপতি
	২.	২য় কর্মকর্তা	সদস্য
	৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উপরে বর্ণিত কমিটিসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সুদ মওকুফ কমিটির সভা আয়োজন করা যাবে।

(৯) পরিপালনযোগ্য নির্দেশনা:

(০১) ঋণগ্রহীতার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হলেই সুদ মওকুফ বিবেচনা করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে (ডেইরি, পোলট্রি ও অন্যান্য খাত) কোন ভর্তুকি/প্রণোদনা দেয়া হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/প্রতিষ্ঠান কোন ভর্তুকি/প্রণোদনা পেয়ে থাকলে সুদ মওকুফ বিবেচনা করা যাবে না।

চলমান পাতা-০৫

(০২) সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জামানতি সম্পত্তির মূল্যায়নের বিধি যথাযথ অনুসরণপূর্বক হালনাগাদ মূল্যায়ন করতে হবে। যে সকল ঋণের ক্ষেত্রে জামানতি সম্পত্তি মূল্যায়নে সম্পত্তির মূল্য ঋণ স্থিতির তুলনায় অনেক বেশী হবে সে সকল ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

(০৩) এ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক, এবং তার পরিবারের সদস্যবর্গ বা পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃক গৃহীত ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৮ এর পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

(০৪) ঋণগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের তদন্তে তার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে যৌক্তিক বিবেচিত হলে ঋণগ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সুদ মওকুফের প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুদ মওকুফের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে। সুদ মওকুফ প্রস্তাবের জন্য তথ্যশীট (ছক-'ক'/ছক-'খ') ব্যবহার করতে হবে।

(০৫) ঋণ হিসাবটি কেন মন্দ হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়ে পড়েছে তা সরেজমিনে সতর্কতার সাথে তদন্ত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। এরূপ তদন্তকালে যদি প্রতীয়মান হয় যে, ঋণগ্রহীতা স্বভাবগতভাবে ঋণখেলাপী, সেক্ষেত্রে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা না করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(০৬) ঋণে অর্জিত সম্পত্তি বিনষ্ট হলে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতি হলে, ঋণে স্থাপিত যন্ত্রপাতি অকেজো এবং মেরামতের অযোগ্য হলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঋণগ্রহীতা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা ঋণগ্রহীতা যে কোন কারণে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়লে, ঋণগ্রহীতা নাবালক উত্তরাধিকারী রেখে মারা গেলে এবং উত্তরাধিকারী ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে।

(০৭) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট পিটিশন (যদি থাকে) প্রত্যাহার অন্তে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে।

(০৮) বন্ধকী সম্পত্তি নদীগর্ভে বিলীন হলে সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অথবা তহশীল অফিস থেকে সংগৃহীত গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট (নদীগর্ভে বিলীনকৃত জমির মৌজা, খতিয়ান ও দাগ নম্বর উল্লেখসহ) এবং ব্যবস্থাপক সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে;

(০৯) কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পের (পোল্ট্রি, ডেইরী, মৎস্য ইত্যাদি) সুদ মওকুফের যৌক্তিকতা হিসেবে মুরগী/গাভীর মড়ক, নিম্নমানের বাচ্চার কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত, ডিমের মূল্য কমে যাওয়া, মাছের মড়ক ইত্যাদির কারণে প্রকল্প/ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/মৎস কর্মকর্তা/Technial Person এর মতামত/প্রত্যয়নপত্র অথবা ঋণগ্রহীতার এলাকার ০২(দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির (সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত ০১(এক) জন প্রতিনিধি ও মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক) সুপারিশসহ শাখা ব্যবস্থাপকের প্রত্যয়নপত্র সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প রুগ্ন/বন্ধ হলে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রত্যয়নপত্র সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(১০) সুদ মওকুফ অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের সময়সীমা অনাধিক ৩(তিন) মাস নির্ধারণ করতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপকের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক পরিশোধের সময়সীমা অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বর্ধিত/অতিরিক্ত সময়ের জন্য ব্যাংকের প্রচলিত সুদ হারে পরিশোধযোগ্য স্থিতির উপর সুদ আদায় করতে হবে। নির্ধারিত সময়/বর্ধিত সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে মওকুফ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনাদায়ী পাওনা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ২২ এর মধ্যস্থতা সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মামলাকৃত কোন ঋণ হিসাবে দাবীকৃত সম্পূর্ণ টাকা বা দাবীর কম টাকা আদায় হলে ঋণের অবশিষ্ট স্থিতি অবসায়ন/সুদ মওকুফের নিমিত্ত পর্ষদ সভার অনুমোদন/অবহিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যসহ (ছক-'ঘ') প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(১২) সুদ মওকুফ কার্যকর করার লক্ষ্যে আদায়কৃত টাকা কোন অবস্থাতেই ফেরত দেয়া যাবে না।

চলমান পাতা-০৬

(১০) সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত কার্যকরকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ করতে হবে :

(০১) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়:

(ক) ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটি'র সুপারিশের আলোকে চা, কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের সুদ (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) মওকুফের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে ইস্যুকৃত অনুমোদন পত্রে ''সুদ মওকুফের এই অনুমোদন প্রাথমিক অনুমোদন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সুদ মওকুফ কার্যকর করা হবে'' মর্মে উল্লেখ করতে হবে। ঋণগ্রহীতার নিকট সুদ মওকুফ প্রাথমিক অনুমোদন পত্র প্রদানপূর্বক তার নিকট থেকে ''অনুমোদনপত্রে বর্ণিত সকল শর্ত পরিপালনসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য অর্থ পরিশোধে সম্মত আছি।'' মর্মে অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করবেন। সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রাথমিক অনুমোদন পত্র ইস্যুর তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণগ্রহীতার অঙ্গীকার পত্রের কপিসহ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ কার্যকর করতে হবে।

(খ) চা, কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) সুদ মওকুফ প্রস্তাব স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় কর্তৃক সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায়-১ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় থেকে কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের সুদ (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) মওকুফের প্রাথমিক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদন এবং ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগ-১ কর্তৃক প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদন পত্র ঋণ আদায় বিভাগ-১ এর বিভাগীয় প্রধানের সাক্ষরে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ কার্যকর করতে হবে।

(০২) জোনাল কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়:

(ক) শাখাসমূহ চা, কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের সুদ (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে)স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ব্যাতিত অন্যান্য শাখা সুদ মওকুফের প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য শাখা সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। জোনাল কার্যালয় প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রস্তাবটি যাচাইপূর্বক জোনাল কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে শাখা ব্যবস্থাপক বরাবরে প্রাথমিক অনুমোদন পত্র প্রেরণ করবে। জোনাল কার্যালয় থেকে প্রাথমিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর শাখা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট সুদ মওকুফ প্রাথমিক অনুমোদন পত্র প্রদানপূর্বক তার নিকট থেকে ''অনুমোদনপত্রে বর্ণিত সকল শর্ত পরিপালনসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য অর্থ পরিশোধে সম্মত আছি।'' মর্মে অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করবেন। জোনাল কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রাথমিক অনুমোদন পত্র প্রেরণের পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জোনাল কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির মতামত ও সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। জোনাল কার্যালয় থেকে সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগ-১ কর্তৃক প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদন পত্র ঋণ আদায় বিভাগ-১ এর বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষরে জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ কার্যকর করতে হবে।

চলমান পাতা-০৭

(খ) চা, কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) সুদ মওকুফ প্রস্তাব জোনাল কার্যালয় কর্তৃক সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) জোনাল কার্যালয় থেকে কনজুমার, চাকুরীজীবি, পার্সোনাল ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ ব্যতিত ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণের (কষ্ট অব ফান্ড আদায় সাপেক্ষে) সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক যাচাইপূর্বক বিভাগীয় কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সুদ মওকুফের প্রাথমিক অনুমোদন সংশ্লিষ্ট শাখা ও জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয় থেকে সুদ মওকুফের প্রাথমিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণগ্রহীতাকে সুদ মওকুফের প্রাথমিক অনুমোদন পত্র প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ইস্যুকৃত অনুমোদন পত্রে ''সুদ মওকুফের এই অনুমোদন প্রাথমিক অনুমোদন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সুদ মওকুফ কার্যকর করা হবে'' মর্মে উল্লেখ করতে হবে। ঋণগ্রহীতার নিকট সুদ মওকুফ প্রাথমিক অনুমোদন পত্র প্রদানপূর্বক তার নিকট থেকে ''অনুমোদনপত্রে বর্ণিত সকল শর্ত পরিপালনসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য অর্থ পরিশোধে সম্মত আছি।'' মর্মে অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করবেন। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ কার্যকর করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রাথমিক অনুমোদন পত্র প্রেরণের পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির মতামত ও সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয় থেকে সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগ-১ কর্তৃক প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদন পত্র ঋণ আদায় বিভাগ-১ এর বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষরে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ কার্যকর করতে হবে।

(৩) মূল ঋণ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধে এবং মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে কষ্ট অব ফান্ড শিথিলপূর্বক সুদ মওকুফ:

(ক) ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধে মূল ঋণের সুদ মওকুফ(কস্ট অব ফান্ড নিশ্চিত সাপেক্ষে):

১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধে মূল ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে শাখা, জোনাল কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির মতামত ও সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় কর্তৃক শাখা সুদ মওকুফ কমিটির মতামত ও সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয় এবং স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় থেকে সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগ-১ কর্তৃক প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদন পত্র ঋণ আদায় বিভাগ-১ এর বিভাগীয় প্রধানের সাক্ষরে বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয় সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদনপত্র প্রাপ্তির ৩(তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শাখা/স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক সুদ মওকুফ কার্যকর করতে হবে।

চলমান পাতা-০৮

(খ) মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে কষ্ট অব ফান্ড শিথিলপূর্বক সুদ মওকুফ:

মূল ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে কষ্ট অব ফান্ড শিথিলপূর্বক সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে শাখা হতে জোনাল কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের পর তহবিল ব্যয় আদায়ের শর্ত শিথিল করার যৌক্তিকতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা ও জোনাল নিরীক্ষা কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রস্তাবটি যাচাইপূর্বক মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। জোনাল কার্যালয়ের মতামত ও সুপারিশ প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক শাখা, জোনাল এবং বিভাগীয় ক্রেডিট কমিটির মতামত ও সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অডিট বিভাগের দুইজন কর্মকর্তার তহবিল ব্যয় আদায়ের শর্ত শিথিল করার যৌক্তিকতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রস্তাবটি যাচাইপূর্বক মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় হতে সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশ এবং অডিট বিভাগের মতামত ও সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে। সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগ-১ কর্তৃক হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা, হিসাব ও আদায়) এর মতামত ও সুপারিশ গ্রহণপূর্বক প্রধান কার্যালয় সুদ মওকুফ কমিটির সুপারিশসহ সুদ মওকুফ প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সুদ মওকুফের চূড়ান্ত অনুমোদন পত্র ঋণ আদায় বিভাগ-১ এর বিভাগীয় প্রধানের সাক্ষরে বিভাগীয় কার্যালয়/জোনাল কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শাখা/স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক সুদ মওকুফ কার্যকর করতে হবে।

(১১) **বিশেষ নির্দেশনাঃ**

(০১) সার্কুলারের 'সংযোজনী-১' এ বর্ণিত অর্থমন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার ও নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক সুদ মওকুফ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(০২) সুদ মওকুফ অনুমোদন যে পর্যায়েই হোক না কেন, কষ্ট অব ফান্ড নিশ্চিতপূর্বক সুদ মওকুফের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ টাকার উর্ধে হলে শাখা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জোনাল নিরীক্ষা কার্যালয় এবং স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অডিট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন পরবর্তী যাচাইপূর্বক সুদ মওকুফ আদেশ কার্যকর করতে হবে।

(০৩) শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ ভাউচার পাস করার পর নিট মওকুফকৃত টাকার ডেবিট এ্যাডভাইস প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে।

(০৪) শাখা ও সকল কার্যালয়ে সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রাপ্তি ও মওকুফকৃত সুদের পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

(০৫) মামলা দায়েরকৃত কোন ঋণ হিসাব সুদ মওকুফের আওতায় নিষ্পত্তি হলে তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নিষ্পত্তি/প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(০৬) জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ নিরীক্ষাকালে শাখা কর্তৃক মওকুফকৃত সুদের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করবেন।

(০৭) শাখা ব্যবস্থাপক সুদ মওকুফ অনুমোদন পত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভাউচারে এবং অপর একটি কপি আলাদা ফাইলে সংরক্ষণ করবেন।

চলমান পাতা-০৯

০৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এ নীতিমালা জারীর তারিখ হতে ইতোপূর্বে সুদ মওকুফ সংক্রান্ত ১৪.১১.২০১৮ তারিখে জারীকৃত ঋআবি-১ পরিপত্র নং-০৩/২০১৮ এবং ১০.০৪-২০১৯ তারিখে জারীকৃত ঋআবি-১ পরিপত্র নং-০৪/২০১৯ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

০৪। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ঋণ আদায় বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।

১৪.০৮.২২
(মাকসুদা নাসরীন)
মহাব্যবস্থাপক (নিহিআ)

প্রকা/ঋআবি-১/১০১/২০২২-২০২৩/ ১০২(৪৫৭) তারিখ : ১৪.০৮.২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো :

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, পর্ষদ সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
২। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
৫। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
৭। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
৮। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, রাজশাহী।
১১। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১২। ব্যবস্থাপক, রাকাব, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১৩। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৪। উপ-প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, বগুড়া।
১৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৬। অফিস নথি/মহানথি।

১৪.৮.২০২২
(মোঃ জিয়া উদ্দীন আকব্বর)
উপ-মহাব্যবস্থাপক